একক ৩ ❐ গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ পুস্তকবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা
৩.৩ বিন্যাস বিচিত্রা
৩.৩.১ বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস
৩.৩.২ রঙ্গনাথনের সূত্রপঞ্চক ও পুস্তকবিন্যাস
৩.৩.৩ বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ : বিতর্কিত বিষয়
৩.৪ বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও বিষয়
৩.৫ বহিরাঙ্গিক রূপ ও উপস্থাপনার রূপ
৩.৬ জ্ঞান-বর্গীকরণ ও গ্রন্থ-বর্গীকরণ
৩.৭ দার্শনিক বর্গীকরণ ও গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ
৩.৮ অনুশীলনী
৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

জ্ঞানের সম্প্রসারণ নানাভাবে হতে পারে। নির্বাচন, সংগঠন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বিবৃত জ্ঞানকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই গ্রন্থাগারের মৌল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে পছন্দসই পথটি বেছে নেওয়া বা তাকে সুসংগঠিত করার দায় গ্রন্থাগারিকের। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হল বর্গীকরণ। গ্রন্থাগারের মূল উপাদান গ্রন্থ। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থ এবং অ-গ্রন্থ, যাবতীয় মুদ্রিত উপাদান সাংগঠনিক দিক দিয়ে গ্রন্থের অভিধা লাভ করে। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ উপাদান ব্যবহৃত হয়, মূল এবং বহুল ব্যবহৃত উপাদান যদিও গ্রন্থ। যাবতীয় মানবজ্ঞান, মনীষা, মান, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের শরীরী প্রতিমা হচ্ছে গ্রন্থ। গ্রন্থাগারের সামগ্রিক অস্তিত্ব ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিভূমী হচ্ছে গ্রন্থ। কাজেই গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ বলতে মূলত বইয়ের বর্গীকরণ। এ ব্যাপারটি বুঝাতে গিয়ে এ তাবৎকাল 'বিবলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন বা বিলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন—যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, মোদ্দা কাজটি কিন্তু একই অর্থাৎ বর্গীকরণ। শেল্‌ফে বইগুলি সাজাতে হবে বর্গমাফিক। ক্যাটালগ, নির্দেশিকা বা গ্রন্থপঞ্জি—সর্বত্রই এক বিন্যাসের সুষমা।

গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ ব্যাপারটিকে যখন বলা হয় জ্ঞানের সংগঠন তখন কথাটি বেশ পরিব্যাপ্ত অর্থ প্রকাশ করে। এ শুধু নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট তথ্যের দ্বারেই আমাদের পৌঁছে দেয় না—উপরন্তু দেখায় গ্রন্থাগারে যা-যা আছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং তাদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্ক। গ্রন্থাগারে শিক্ষামূলক কার্যকলাপের মধ্যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২ পুস্তকবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

বর্গীকরণ হল জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি। কারণ বস্তুসমূহকে বর্গীকৃত করতে হলে আমাদের জানতে হয় একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং সেই ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় বস্তুপুঞ্জ। এতে বস্তুপুঞ্জের স্বরূপ ও প্রকৃতিরই একটা স্বচ্ছ চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে জ্ঞানরূপী ওই বস্তুপঞ্জের জগতে প্রবেশের পথ সুগম হয়। যেন অবরুদ্ধ একটি দ্বার হয়ে যায় অনগলিত। কিন্তু আধুনিক লাইব্রেরির ক্ষেত্রে কী এর উপযোগিতা ? সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের প্রকাশনার ক্ষেত্রে বা জনসংযোগের সবরকমের মাধ্যমের ক্ষেত্রেই যথাক্রমিক শৃঙ্খলিত চারিত্র্য রচনার মূল ভিত্তি রচিত হয় বর্গীকরণের নীতিসমূহের সম্যক অনুসরণে। উচ্চারিত বাক্য হিসেবে কথাগুলি সুন্দর, কিন্তু এর প্রায়োগিক দিকটি যতক্ষণ না ফুটে উঠছে ততক্ষণ এগুলি হয়ে থাকে কথার কথা মাত্র।

বিশ্বব্যাপী বিচিত্র সব সামগ্রীর সমারোহ। সেসব থেকে বই ও তজ্জাতীয় বস্তুকে যদি পৃথক করা হয় তা হলে উদ্ভব হয় বর্গীকরণের যদিও বর্গীকরণের সরলতম দৃষ্টান্ত এটি। কিন্তু এই রাশিকৃত গ্রন্থপুঞ্জের মধ্যে যদি আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলেও কিন্তু আমাদের সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে হতে হবে দিগ্‌ভ্রান্ত, ও রাজ্যেও কত বিষয়, কত রূপমাধ্যম, কত আকার। কাজেই এখানেও বর্গীকরণই গ্রহণ করে ত্রাতার ভূমিকা। হয়তো প্রয়োজন রসায়নের বই, কিংবা ধর্মতত্ত্বের—কিন্তু যদি কোনো বিন্যাসনীতি অনুসৃত না হয় তা হলে অভীষ্ট বইয়ের সান্নিধ্য পেতে লেগে যায় বহু সময় ও পরিশ্রম। ব্যক্তিগত সংগ্রহও যখন অবিন্যস্ত থাকে তখনও অনেক সময় মালিককে কোনো বইয়ের ব্যর্থ অনুসন্ধানে প্রহর কাটিয়ে দিতে হয়। কাজেই গ্রন্থাগার, সে ব্যক্তিগতই হোক বা জনসাধারণেরই হোক, সর্বত্রই পুস্তক বিন্যাসের একটি সুষ্ঠুনীতি অনুসৃত হওয়া কাম্য।

পুরো অবিন্যস্ত রাখার চেয়ে যে-কোনো ধরনের বিন্যাসই শ্রেয়। বইয়ের আকার, মলাটের রঙ, প্রকাশনার ভাষা বা লেখক—যে-কোনো বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করেই বই বিন্যস্ত হোক না কেন, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মোটে না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো। তবে কিছু কিছু বর্গীকরণবিধির মধ্যে কোনো কোনোটি অত্যুত্তম হতে পারে।

৩.৩ বিন্যাস বিচিত্রা

গ্রন্থ-বিন্যাসের কোনো উপায়টি সবচেয়ে ফলপ্রদ ও সুবিধাজনক এটি প্রথমেই বিবেচনা করে দেখতে হয়। কোনো লাইব্রেরিতে হয়তো আকার অনুযায়ী বই সাজানো হল, সারিবদ্ধ বইয়ের রাজ্যে এসে যাবে এক অপরূপশ্রী। কিন্তু যদি বোদলিয়ারের কবিতা কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি কেউ আগ্রহী হন তা হলে তাঁকে এখানে ওখানে চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াতে হবে। মলাটের রঙ বিন্যাসের ভিত্তি হতে পারে। কিন্তু আগের সমস্যা এখানেও থেকে যাবে। একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করা যায় এরকম রঙ আর কটি ? সাকুল্যে হয়তো বারোটি হবে। কিন্তু প্রতিটি বর্গে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হবে। আকারগত বর্গ হয়তো অধিকসংখ্যক। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। বইয়ের বর্ণ ও আকার কিন্তু নশ্বর। বাঁধাই হলেই চেহারা বদলে যায়।

ভাষাগত ভিত্তিতে যদি বই বিন্যস্ত হয় তা হলেও বিষয়গত আগ্রহ চরিতার্থতার পথে বাধার বিন্ধ্যাচল অপসৃত হবে না। পুরাতন যুগে লাইব্রেরিতে গ্রন্থ সজ্জিত হত ব্যাপকতর বিষয়ের মধ্যে কালানুক্রমিকতার নীতিকে সামনে রেখে। কিন্তু এ বিন্যাসও তেমন আলোকপাত করে না, গ্রন্থাগারিককেও রেখে দেয় গাঢ় অন্ধকারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্গীকরণের ভিত্তি হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা হল তাদের মধ্যে লেখকভিত্তিক বর্গীকরণই বেশি ফলপ্রসূ বলে মনে হয়। লেখকভিত্তিক বিন্যাস বই সম্পর্কে পাঠককে বাড়তি কিছু জানাতে

পারে। লেখকের নাম তো জানা হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় বইখানি কতখানি সুপাঠ্য হতে পারে বা কতখানি উপযোগী হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে লেখকের নাম জানা থাকলে বইয়ের বিষয়বস্তু আন্দাজ করা যায়। একজন হয়তো গণিতজ্ঞ হিসেবে বিখ্যাত, তাঁর রচনা গাণিতিক হবে এটি আন্দাজ করা সহজ। যদিও নিশ্চিত করে এরকম সিদ্ধান্তে কখনোই আসা যায় না। তবে এটুকু স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, লেখকভিত্তিক বর্গীকরণে লেখকের নাম ছাড়াও গ্রন্থ সম্পর্কে বাড়তি কিছু তথ্য জানবার অবকাশ আছে। গ্রন্থ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাই আমরা গ্রন্থ-সম্পর্কিত স্মরণীয় ও স্থায়ী কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে পড়ি। গ্রন্থ-বিন্যাসের আরও দুটি স্মরণীয় ভিত্তি হল, গ্রন্থনাম এবং বিষয়বস্তু।

লেখকভিত্তিক বর্গীকরণ বইয়ের স্থায়ী একটি বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে বলে নিঃসন্দেহে উত্তম। কিন্তু যে পাঠক নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের গ্রন্থ সন্ধান করছেন, শুধু লেখকের নাম তাঁকে কোনো আলো দেখায় না। যদিও এ বিন্যাসপদ্ধতি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকটা ফলপ্রসূ। ব্যক্তিগত সংগ্রহের স্বল্পতার মধ্যে লেখকভিত্তিক বিন্যাস হয়তো একটা ছন্দ আনতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা তেমন স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

গ্রন্থনাম আবার লেখক থেকে অস্থায়ী। সংস্করণে সংস্করণে গ্রন্থের নাম বদলে যেতে পারে, অনূদিত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে একটি গ্রন্থ নামান্তরিত হতে পারে। ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থনামের শুরুতেই অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, 'স্টাডি', 'একজামিনেশন', 'অ্যানালিটিকাল', ইত্যাদি। এরকম ক্ষেত্রে নামের প্রথম শব্দ অনুযায়ী বিন্যস্ত হলে এ পদ্ধতি উপযোগিতার বিচারে অবনমিত হয় একবারে অধস্তন স্তরে।

পাঠকের পক্ষে অভীষ্ট গ্রন্থখানি সম্পর্কে অনেক কিছুই না জানা সম্ভব। কিন্তু বিষয় সম্পর্কে তাঁর সামান্যতম ধারণা থাকতে পারে। এই বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণই সর্বোত্তম। ই. সি. রিচার্ডসন নামক জনৈক আমেরিকান গ্রন্থাগারিক একদা বলেছিলেন উপযোগিতাই হল বিন্যাসের মূলমন্ত্র। কাজেই পুস্তকবিন্যাসের ক্ষেত্রে মূল বিষয়, তার উপবিভাগসমূহ ও সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সুষ্ঠু সমাবেশই পাঠকের কাঙ্ক্ষিত পথকে উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু এখানে অনিবার্যভাবে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিষয় বলতে কী বুঝায় ? বলাই বাহুল্য, বিষয় বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়। এই নির্দিষ্ট বিষয় হল জ্ঞানের সেই বিভাগ যা ওই সমস্ত কিছু ধারণার এক ঐক্যবদ্ধ রূপ। একটা বিষয় কী বিষয়ক তা নির্ণয় করার সময় ভাবতে হবে অন্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কীভাবে তাকে সাজানো হবে।

গ্রন্থাগারে পাঠকদের চাহিদা তিনভাগে দেখা যেতে পারে : লেখক, গ্রন্থনাম এবং বিষয়। লেখকভিত্তিক বিন্যাসে একই লেখকের সমস্ত বই একসঙ্গে থাকবে—তা যেকোনো বিষয়েরই হোক না কেন। গ্রন্থনামভিত্তিক বিন্যাসে পাঠকের গ্রন্থনামটি জানা প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে মোটামুটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা থাকলেই চলবে। এখানে একই বিষয়ের ও সম্পর্কিত বিষয়ের বইগুলি একজায়গায় সাজানো থাকবে। সুতরাং বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসই পাঠককে সাহায্য করে নানাভাবে।

৩.৩.১ বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস

ধরা যাক, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সৌরজগৎ ইত্যাদির আলাদা বই পাওয়া গেল। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত হলে বইগুলি ছত্রাকারে শেলফে উঠবে। অথচ সব বিষয়গুলিই জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

তবে একথা মনে রাখতে হবে, বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি কিন্তু একেবারে খারিজ করে দেবার মতো নয়। হেনরী ইভলীন ব্লিস অবশ্য বলেছেন, 'বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি অযৌক্তিক, বিশৃঙ্খল, সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকে সর্বত্রই ছত্রাকার ছড়িয়ে রাখে।' আসলে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ থেকে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ এই মতকে খণ্ডন করতে গিয়েই ব্লিসের এই রূঢ় উক্তি। কিন্তু অনেক গ্রন্থাগারেই দেখা যায় জীবনী বর্গের গ্রন্থগুলি বর্ণানুক্রমিক

পদ্ধতিতে সাজানো। এতে বইখানি খুবই সহজে এবং অনেক সময়ে খুঁজে বের করা সম্ভব। তা ছাড়া, গ্রন্থাগারে যেসব সাময়িক পত্রপত্রিকা, পথ-নির্দেশিকা বা প্রচার পুস্তিকা থাকে সেখানেই অনুসৃত হয় এই বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি। বর্গীকরণের পর একটা বর্গের মধ্যেই কল্পিত হয় লেখকভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক উপবর্গ বা বিষয়ভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক উপবর্গ। অন্য কোনো যৌক্তিক পদ্ধতি যখন জানা নেই তখন বর্ণানুক্রমিকতার উপর আস্থা স্থাপন করলে কোনো দোষ নেই, বরং কাজের যোলআনা সুবিধে। কাজেই গ্রন্থাগারিক 'এ-টু-জেড্' বর্ণের ক্রমিকতা বজায় রেখে লেখকভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক এমনকি গ্রন্থনামভিত্তিক উপবিভাগ স্বচ্ছন্দেই তৈরি করতে পারেন। অবশ্য এর থেকে এ কথা যেন একবারও মনে না হয় যে, বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণের ন্যূনতা প্রতিপন্ন হচ্ছে। গ্রন্থাগারে পদ্ধতির সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব এখন সর্বজনস্বীকৃত।

৩.৩.২ রঙ্গানাথনের সূত্রপঞ্চক ও পুস্তকবিন্যাস

গ্রন্থাগারে যেসব পাঠক আসেন তাঁরা কিন্তু অধিকাংশই বিষয় অনুযায়ী বইয়ের সন্ধান করেন। লেখক এ ব্যাপারে অনেকাংশেই উপেক্ষিত। সেই কারণেই গ্রন্থাগারে বই সাজানো উচিত বিষয়ভিত্তিক ক্রম অনুযায়ী। রঙ্গানাথনের প্রথম নীতিটাই হল 'বই ব্যবহারের জন্য' এবং এই নীতিটিই লাইব্রেরির গ্রন্থবিন্যাসের ওই ক্রমটিকেই সমর্থন করে। বইয়ের ব্যবহার বাড়ে তার আন্তর ঐশ্বর্যের গুণে। এই আন্তর ঐশ্বর্য বিষয়েরই দ্যোতক। কাজেই পাঠক যদি বিষয়সূত্র ধরে বইয়ের সন্ধান করেন তা হলে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে যে লাইব্রেরির গ্রন্থসম্ভার শেল্‌ফে বিন্যস্ত, তাই হয়ে ওঠে সমধিক ফলপ্রদ।

অধিকাংশ পাঠকই সুনির্দিষ্ট করে বিষয়ের নাম বলতে পারেন না—হয় ব্যাপকতর নয় সংকীর্ণতর পটভূমিতে সঞ্চালিত হয় তাঁদের দৃষ্টি। গ্রন্থাগারের শেল্‌ফে বিষয়গুলি যদি নিবিড়তার মাত্রা অনুযায়ী সন্নিহিত হয় এবং পাঠক যদি পর পর সে বইগুলি দেখতে থাকেন তাহলে তিনি নিজেই এক সময়ে বুঝতে পারেন তাঁর প্রয়োজনের যথাযথ রূপটি। শেল্‌ফের বইবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে একমাত্র বর্গবন্ধ বিন্যাসপদ্ধতি। রঙ্গানাথনের দ্বিতীয় সূত্রটি হল 'প্রত্যেক পাঠকেরই থাকবে বই' এবং সূত্রটি বিন্যাসপদ্ধতিকেই সমর্থন জানায়।

রঙ্গানাথনের তৃতীয় সূত্রটি হল 'প্রত্যেক বইয়েরই থাকবে পাঠক'। এই সূত্র চরিতার্থ হতে পারে একমাত্র উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হলে। কিন্তু যে বই বহুমুখী চারিত্রের অধিকারী সে বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে বিশ্লেষণাত্মক বর্গীকরণ ও ক্যাটালগ এন্ট্রি। রঙ্গানাথনের চতুর্থ নীতি হল পাঠকের সময়ের অপচয় নিবারণমূলক। এ নীতিও চরিতার্থতার পথ পায় ওই একই বিন্যাসক্রমের মাধ্যমে। বিশ্লেষণাত্মক ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুতির ব্যাপারে তৃতীয় নীতিও প্রবলভাবে সমর্থনই জানায়। য়অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায়, অন্য কোনো বিন্যাস পদ্ধতিই তেমন সময়সাশ্রয়ী নয়।

রঙ্গানাথনের পঞ্চম সূত্রের পরিব্যাপ্ত হয়েছে গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধনশীলতার বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থাগার যত বড় হোক তা কিন্তু পাঠকের সেবায় সদাই সত্বরতার সঙ্গে নিখুঁতভাবে এবং ব্যাপকভাবে তৎপর। এও সম্ভব একমাত্র সেই গ্রন্থাগারেই যেখানে বিন্যাসক্রম সম্যক অনুসৃত।

৩.৩.৩ বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ : বিতর্কিত বিষয়

বিখ্যাত তর্কবিজ্ঞানী ডবলু. এস. জেভন্‌স-এর মতে গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম পদ্ধতি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয় এর যুক্তিগ্রথিত অবাস্তবতা বা লজিকাল অ্যাবসার্ডিটি। গ্রন্থাগারে

বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণ একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ গ্রন্থাদিতে জ্ঞানের পরিবেশন পারিপাট্য যথেষ্টই জটিলতার সঙ্গে সংসাধিত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি এতই কুটিল যে, বর্গীকরণ প্রায় দুঃসাধ্য। আর বইয়ের ক্ষেত্রে এই জটিলতা আরও বেশি। একই বইতে এখানে স্বচ্ছন্দে আলোকিত হয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র সব প্রসঙ্গ কিংবা এমন সব সমস্যা যা বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখাকে আলিঙ্গান করে বিরাজমান। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশদ বর্গীকরণ সম্ভব নয়। কারণ একই বই একই আধারে পরিবেশন করছে হয়তো কবিতা, জীবনী, ইতিহাস এবং দর্শন। কিন্তু ডবলু. সি. রেবউইক সেয়ার্সের কণ্ঠে ভিন্ন সুর। তাঁর মতে গ্রন্থাগারিকরা জেভনসের অমূলক ভীতিকে উপেক্ষা করে বইকে বিষয়গত দিক থেকে বর্গীকরণ করে চলেছেন। সমস্ত বর্গীকরণের মূলকথা হল ব্যবহারকারীদের সুবিধে। বই কাদের জন্য উপযোগী ? এ প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী যদি বইকে সাজিয়ে রাখা যায় তা হলে তা সুবিধেরই জন্ম দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টা না জানলেও অসুবিধে হয় না। কারণ এখানে রূপমাধ্যমের প্রশ্নটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৪ বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও বিষয়

গ্রন্থাগারের সংগ্রহে যা আছে তার বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও বর্গীকরণের ক্ষেত্রে মূল্য পায়। কিন্তু গ্রন্থাগারে বই সংগৃহীত হয় তার আন্তর সম্পদের জন্য, বহিরঙ্গ রূপবৈশিষ্ট্যের জন্য নয়। কাজেই গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের অর্থ জ্ঞানের বর্গীকরণ। যদিও বইপত্র, নথিপত্র ও চিত্রমালা সাজাবার সময় আমাদের সেগুলির বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য নিয়েও বিব্রত হতে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান-বর্গীকরণে কোনোকিছু সংযুক্তিকরণ বা সংস্কারকর্মে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থাগারের কোনো সামগ্রীর বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে বোঝা যায় সেটা কী জাতীয় সামগ্রী। বিষয় যেমন বহু, বহিরঙ্গরূপও তেমনি নানাবিধ। বলা বাহুল্য, বিষয়ের চেয়ে এর গুরুত্ব সর্বক্ষেত্রেই গৌণ।

বহিরঙ্গরূপের সঙ্গে বিষয়ের দূরতম সম্পর্ক। এইরূপ জানা থাকলে, বোঝা যায় জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমটি কী—বই, না গ্রামোফোন রেকর্ড, না অন্য কিছু। সুতরাং গ্রন্থাগারের দ্রব্যসামগ্রীর বাইরের চোহারা বিষয়কে প্রভাবিত করে না।

৩.৫ বহিরাঙ্গিক রূপ ও উপস্থাপনার রূপ

উপস্থাপনার রূপ বহিরাঙ্গিক রূপ থেকে ভিন্ন। কোনো নির্দিষ্ট রূপের আধারে পরিবেশিত হতে পারে হরেক প্রকারের জ্ঞান। উপস্থাপনার রূপ-মাধ্যমকে প্রধানত তিনটি দলে ভাগ করা যায়। তথ্য ও সংবাদ জ্ঞাপনে প্রথম দল প্রতীকাশ্রয়ী। এগুলি হল :

১. চিত্রিত মাধ্যম : যেমন, চিত্র, মানচিত্র, নক্সা।

২. গাণিতিক মাধ্যম : যেমন, পরিসংখ্যান ও সূত্রাদি।

৩. ভাষা মাধ্যম : যেমন, ইংরেজি, বাংলা।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে পড়ে নির্বাচন, বিন্যাস ও প্রদর্শনের পদ্ধতি। অনুরূপ আরও অনেক কথাও এসে পড়ে।

এগুলি মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন :

১. ক্রম : বর্ণানুক্রমিক, কালানুক্রমিক, ইত্যাদি।

২. সাহিত্যরূপ : রচনা, প্রতিবেদন, ইত্যাদি।

৩. সংকোচন : সারাংশ, উদ্ধৃতি, ইত্যাদি।

৪. সংকলন : বিশ্বকোষ, নির্বাচিত রচনাবলী, ইত্যাদি।

৫. সহায়িকা : নির্দেশিকা, সূচি, গ্রন্থপঞ্জি, ইত্যাদি।

৬. বিধি-বিধান : আইনসমূহ, মান, ইত্যাদি।

এ ধরনের শব্দাবলীর মধ্যে বিষয়গত ও রূপগত দু-ধরনের প্রকৃতিই প্রতিফলিত। যেমন, অভিধান বলতে সেই বিষয় যার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার শব্দাবলী নিবদ্ধ। এটি অভিধানের বিষয়গত পরিধি। অভিধানে শব্দাবলী সাজানো বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে। এটি অভিধানের রূপগত প্রকৃতি।

উপস্থাপনার রূপ কেবল বইয়ের বিষয় হতে পারে। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির উপর আলোচনা যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে লেখা। বিশ্বকোষ রচনা যেমন হতে পারে বিশ্বকোষ সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ।

কোনোও কোনোও পাঠকের পক্ষে উপস্থাপনার সঙ্গে বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। তৃতীয় ধরনের উপস্থাপনাতেই এ বিভ্রমের সম্ভাবনা সর্বাধিক। দুটি গ্রন্থনাম উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। 'ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য গণিত' ও 'শিশুদের জন্য মনস্তত্ত্ব'। ভুলটা কীভাবে হয় এবার বোঝা সহজ হবে। বই দুখানি ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিশু বিষয়ক বললে ভুল হবে। আসলে একখানি গণিতের, অন্যখানি মনোবিজ্ঞানের বই। 'ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য' বা 'শিশুদের জন্য' কথা দুটি বিষয়বস্তুকে আগে প্রভাবিত করছে না। আসল বক্তব্য হল ইঞ্জিনীয়ার ও শিশুদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে বই দুখানি লিখিত। বই দুখানিতে সেই ধরনের উদাহরণ বা দৃষ্টিকোণ মাত্র অবলম্বিত।

৩.৬ জ্ঞান-বর্গীকরণ ও গ্রন্থ-বর্গীকরণ

রূপগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও কি জ্ঞান-বর্গীকরণ ও গ্রন্থ-বর্গীকরণকে এক বলে ভাবা যায় ? আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের মতে একটু অদল-বদল করে নিলে অবশ্যই যায়। যেভাবে একই বইয়ের মধ্যে হরেক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সেইভাবেই অদল-বদল করে নিতে হবে। গ্রন্থ-বর্গীকরণের সঙ্গে জ্ঞান-বর্গীকরণের তাত্ত্বিক বিভেদ নির্দেশ করার সীমাহীন সম্ভাবনার কথা তাঁরা অস্বীকার করেন না।

গ্রন্থাগারে প্রকাশিত জ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে তাঁরা একটা সীমাবদ্ধতার রেখা টেনে নিতে চান। এই ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণকেই বলা হয় 'লিটারির ওয়ারেন্ট'। 'লিটারারি' কথাটি এখানে অবশ্য যেকোনো রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'লিটারারি ওয়ারেন্ট' কথাটি 1911 সালে প্রথম চালু করেন ইংরেজ গ্রন্থাগারিক ওয়াইন্ডহ্যাম হিউম (Wyndham Hulme) তিনি অবশ্য কিছুটা ভিন্নার্থে কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ করতে জ্ঞান-বর্গীকরণের উপর ভিত্তি করতে হবে এ তত্ত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না। বইপত্রের মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন বিষয় খিচুড়ি পাকিয়ে থাকে তাতে বিশুদ্ধ কোনো জ্ঞান-বর্গীকরণের কোনো বিভাগের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের কাজ করা অসম্ভব। একটা বইয়ের বিষয়বস্তু হল 'লিটারারি ওয়ারেন্ট'। লিটারারি ওয়ারেন্ট হল বইয়ের বিষয়বস্তুর বর্গীকরণ পদ্ধতি। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বর্গীকরণের সঙ্গে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

৩.৭ দার্শনিক বর্গীকরণ ও গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ

দার্শনিক বর্গীকরণের নীতিই হল গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের ভিত্তি। দার্শনিকরা চিন্তা করেন জ্ঞানের প্রকার নিয়ে—যেমন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস। তাঁদের বিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রযোজ্যতা স্কুলকলেজের পাঠক্রমে। সাধারণ শিক্ষাতত্ত্বে জ্ঞানের বিভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা যাঁরা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চান তাঁদের কাছে এর উপযোগিতা রয়েছে, ব্যবহারিক দিক থেকে পার্থক্যের রেখা টানলে তা কখনোই দার্শনিক পার্থক্যের মতো নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হতে পারে না। গ্রন্থাগার জনসাধারণের স্বার্থ ও আগ্রহ চরিতার্থ করে। এর জন্য অত সূক্ষ্ম দার্শনিক ভেদাভেদ বজায় রাখার দরকার নেই। কিছুটা শিথিলভাবে ওই ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা স্মরণে রেখে গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ পদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে দার্শনিক বর্গীকরণ পদ্ধতিকেই স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩.৮ সহায়তাপূর্ণ-ক্রম

গ্রন্থাগারে বই সাজানো হয় শেল্‌ফে। বাঁদিক থেকে ডাইনে যেতে যেতে পাঠক অভিপ্রেত বইখানির সন্ধান পেয়ে যান সহজেই। অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে বই সাজানো হবে যাতে, মুহূর্তেই মিলে যায় তার সন্ধান। এর জন্য দরকার সহায়তাপূর্ণ-ক্রম।

সহায়তাপূর্ণ-ক্রম হল বইয়ের সঠিক সন্ধানের চাবিকাঠি। বিষয়কে এমনভাবে এই ক্রমের মাধ্যমে প্রদর্শিত করা হয় যার সাহায্যে পাঠক নির্দিষ্ট বইখানির কাছে দ্রুত পৌঁছে যান। পাঠকদের অভ্যাসও ওইরকম। সাধারণ পাঠক বিশেষ বিষয়ের কথা ভাবেন না, যে বৃহত্তর সাধারণ বিষয়ের আওতায় যা পড়ে তারই স্মরণ নেন। কেউ হয়তো চেয়ে বসলেন রাজস্বের উপর বই। কিন্তু আসলে তাঁর প্রয়োজন আয়করের উপর বই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জ্ঞানও পাঠকের প্রয়োজন হয়। আজকে যিনি পেঁয়াজ চাষের উপর বই চাইছেন, কাল হয়তো তিনিই চেয়ে বসবেন শিম ও বাঁধাকপি চাষ-বিষয়ক বই। অনেক বিশেষ বিষয় পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত সাধারণ বিষয়ের মধ্যে। যেমন, মটরশুঁটি চাষের জন্য জমি তৈরির ব্যাপারে জানতে হলে উদ্যানবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়।

৩.৯ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। গ্রন্থ-বিন্যাসের কোন্ উপায়টি সবচেয়ে ফলপ্রদ এবং কেন ?

২। রঙ্গানাথনের পঞ্চসূত্র বর্গীকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে—তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। জ্ঞান-বর্গীকরণ ও গ্রন্থ-বর্গীকরণকে এক বলে ভাবা যায় ? যুক্তি দিয়ে বোঝান।

৪। 'সহায়তাপূর্ণ-ক্রম গ্রন্থের সঠিক সন্ধানের চাবিকাঠি'—ব্যাখ্যা করুন।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. Chakrabarti B. : Library classification theory, Calcutta, World Press, 1994.

২. Langridge, D. W. : Classification: its kinds, elements, systems and applications. Bowker. Sour, 1992

৩. Ranganathan, S. R. : Prologomena to library classification. 3rd ed. Bombay, Asia Publishing House, 1967